প্রথম আলো

তারিখ 19 OCT 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সাতক্ষীরায় সেই শিক্ষককে ১৪ মাস পর পুনর্বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ মোজাহার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শম্পা গোস্বামীকে সাময়িক বরখাস্তের ১৪ মাস পর কর্তৃপক্ষ আবার তাঁকে স্বপদে বহাল করেছে। গত বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভায় তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। এরপর গত রোববার তাঁকে পুনর্বহালের চিঠি দেওয়া হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী বলেন, শিক্ষিকার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রত্যাহার করেছে। বিস্তারিত পরে বলতে পারব।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসলেম আলী জানান, ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছাড়া এ ব্যাপারে কারও কথা বলা নিষেধ। তাই তিনি কিছু বলতে অপারগ।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহাদাৎ হোসেন বলেন, আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না।

২০১২ সালের ৩১ আগস্ট শিক্ষিকার বিকৃত ছবি ইন্টারনেটে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো তাঁকে বরখাস্ত শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রথম আলোয় ছাপা হয়।

এরপর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও জেলা প্রশাসকের নির্দেশে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কিশোরী মোহন সরকার জানান, কমিটি দুটি সরেজমিনে তদন্ত করে ৩০ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। এ দুটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষক শম্পা গোস্বামীকে যেসব কারণে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে, তা প্রমাণিত হয়নি।

এরপর চলতি বছরের ২৭ মার্চ যশোর বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক আবদুস ছালাম বিশ্বাস সাত কর্মদিবসের মধ্যে তাঁকে পুনর্বহাল করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতে একটি রিট আবেদন করে। ২২ এপ্রিল এটি খারিজ হয়ে যায়। এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর আবদুস ছালাম বিশ্বাস আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ওই শিক্ষককে সাত দিনের মধ্যে স্বপদে পুনর্বহাল করে তাঁকে জানানোর নির্দেশ দেন।

শম্পা গোস্বামী জানান, কয়েকজন দুর্বৃত্ত ২০১১ সালের ২৩ অক্টোবর সাতক্ষীরা শহরের সাবলী মোড় এলাকায় তাঁকে লাঞ্ছিত করে মুঠোফোন ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় করা মামলায় ২০১২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পুলিশ উপজেলার পূর্ব নারায়ণপুর গ্রামের সমীর দে ও পাইকপাড়ার বাকা গ্রামের সুশান্তর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। সমীর দে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর বাবা সুভাষ দে ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য আবদুল হামিদ শম্পাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি-ধমকি দেন। এ ব্যাপারে তিনি ওই বছরের ১ মার্চ তাঁদের বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ২৩ জুন ওই ব্যক্তিরা তাঁর ছবির সঙ্গে অন্য পুরুষের আপত্তিকর ছবি লাগিয়ে ইন্টারনেট ও মুঠোফোনে ছড়িয়ে দেয়।

এ ঘটনায় ২৮ জুন রাতে শম্পা গোস্বামী কালীগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন। এরপর ৩০ অক্টোবর তৎকালীন প্রধান শিক্ষক আ ফ ম লুৎফর রহমান তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন এবং সাত দিনের মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়। তিনি ৪ সেপ্টেম্বর নোটিশের জবাব দেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনা কমিটি ১১ সেপ্টেম্বর তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করে।